তারিখ 28 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

কালের কণ্ঠ

শিক্ষার্থীদের আবাসনে উদাসীন কর্তৃপক্ষ

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
থাকার জায়গা নিয়ে বেশি বিড়ম্বনা নতুন শিক্ষার্থীদের

শরীফুল আলম সুমন ▷

ফরিদপুরের সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ থেকে এবার এইচএসসিতে জিপিএ ৪ পেয়েছে জহিরুল জনি। এসএসসিতেও একই রকম ফল থাকায় স্বাভাবিকভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ কম তার। তাই এইচএসসির ফল প্রকাশের পরই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছে। ধানমণ্ডি এলাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য সিদ্ধান্ত নিলেও সমস্যায় পড়েছে থাকার জায়গা নিয়ে। জনি কালের কণ্ঠকে বলে, 'কয়েকটি গণমেস পেয়েছি, কিন্তু সেখানে থাকলে পড়ালেখা হবে না। আবার যেখানে থাকার জন্য চেষ্টা করছি সেখানে পাচ্ছি না। বিশ্ববিদ্যালয়েও খোঁজ নিলাম, তাদের কোনো থাকার জায়গা আছে কি না। তারা জানাল, আবাসনের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। এরপর কয়েক বন্ধু মিলে এক সপ্তাহ ধরে কলাবাগানে একটি ফ্ল্যাটের জন্য ঘুরলাম, কিন্তু কোনো বাড়িওয়ালাই ছাত্রদের ফ্ল্যাট দিতে রাজি হলেন না। সবাই বলেন, আগে দিতাম, কিন্তু এখন পুলিশ ঝামেলা করবে। তাই এখন চিন্তা করছি বাড়ি গিয়ে রাজেন্দ্র কলেজেই অনার্স করব কি না।'

স্কুল, কলেজের চেয়ে অনেকটাই আলাদা হওয়ার কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের। সংগত কারণেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসনব্যবস্থা থাকাটাও খুবই স্বাভাবিক। দেশে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সাড়ে চার লাখ শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আবাসনের কোনো ব্যবস্থা

▶▶ পৃষ্ঠা ৯ ক. ৩

শিক্ষার্থীদের আবাসনে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

নেই। প্রায় ২৪ বছর ধরে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও এখনো শিক্ষার্থীদের আবাসনের চিন্তাই করেনি বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে রাজধানীর বাইরে থেকে আসা শিক্ষার্থীদের পড়তে হচ্ছে বিড়ম্বনায়। বিভিন্ন এলাকায় মেস করে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ কবির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবাসন ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার তাড়া থাকে। ফলে সেদিকেই প্রথমে নজর দেয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। তবে দু-চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প হলেও হোস্টেল সুবিধা আছে। সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে মেসে থাকা নিয়ে শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়ছে। তাই সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্বল্প পরিসরে হলেও হোস্টেল সুবিধা রাখার ব্যাপারে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের পরবর্তী বৈঠকে তাগিদ দেওয়া হবে।'

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় মেসে থাকা নিয়েও সংকটে পড়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আগে থেকে যারা ঢাকায় আছে তারা কোনোমতে অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে পারলেও নতুন যারা ভর্তির জন্য আসছে তারা থাকার জায়গাই খুঁজে পাচ্ছে না। এই অবস্থায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও কোনো দায় নিচ্ছে না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের 'ফল সেমিস্টার' শুরু হবে আগামী মাস থেকে। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে ভর্তি কার্যক্রম। এই সেমিস্টারে নতুন শিক্ষার্থীদের থাকার জায়গা খুঁজতে বেশি বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে।

রাজধানীর প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন সাইফুল ইসলাম। তিনি থাকতেন মিরপুর পুরনো ১০ নম্বর এলাকায়। কয়েকজন বন্ধু একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে মেস করে থাকতেন। সাইফুল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত মাসের শেষদিকে দুইবার আমাদের মেসে পুলিশ এসেছে। গভীর রাতে আমাদের সবাইকে ডেকে তুলেছে, বাইরে এনে দাঁড় করিয়েছে। এমনকি বাড়িওয়ালাকেও বাইরে এনে দাঁড় করিয়েছে। তবে মেসে খুঁজে কিছুই পায়নি তারা। এরপর বাড়িওয়ালা আমাদের বাসা ছেড়ে দিতে বলেন। তারপর আমরা বড়বাগ এলাকায় একটি বাসায় উঠেছি। জানি না এখানে কত দিন থাকতে পারব।'

আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ এম এম সাইফুল্লাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের আবাসনের জন্য জায়গার খুবই অভাব। একাডেমিক কার্যক্রমের জন্যই জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে আমাদের শিক্ষার্থীরা একটি ভবন ভাড়া করেছে। সেখানে ৫০ থেকে ৬০ জন ছেলে থাকতে পারে। পরে আমরা একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রক্টরকে তা দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছি। এ রকম জায়গা আমরা আরো খুঁজছি, কিন্তু পাচ্ছি না। আগে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বাড়ি ভাড়া করে থাকত। কিন্তু এখন অনেক বাড়িওয়ালাই শিক্ষার্থীদের বাড়ি ভাড়া দিতে চাচ্ছে না। ফলে শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়েছে।'

জানা যায়, ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০টিই রাজধানীতে অবস্থিত। খুব ছোট জায়গা ভাড়া নিয়ে এসব বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। মাত্র ২৫ হাজার বর্গফুট জায়গা থাকলেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে এক একর এবং অন্যান্য জায়গায় দুই একর জমি থাকতে হবে। এই স্বল্প জায়গায় একাডেমিক কার্যক্রম চালানোই দুষ্কর। এরপর আবাসনের চিন্তা করাটাও দুঃস্বপ্ন। ফলে সরকারের পক্ষ থেকেও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবাসন ব্যবস্থার কোনো বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। এমনকি এখন পর্যন্ত যে ১৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে, তাদেরও কারো আবাসন ব্যবস্থা নেই। তবে যারা একটু দূরে বেশি জায়গা নিয়ে স্থায়ী ক্যাম্পাস করছে তাদের কেউ কেউ আবাসনের চিন্তাটা মাথায় রেখেছে।

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুর রব কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের নিজস্ব কোনো হোস্টেল নেই। তবে আমাদের শিক্ষার্থীরা কেউ সমস্যায় পড়লে তাদের হোস্টেলের সন্ধান করে দেই। কিছু ভালো হোস্টেলের সঙ্গে আমরা যোগাযোগও করে রেখেছি। আশুলিয়ায় আমাদের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মিত হচ্ছে। সেখানে আমরা আবাসনের ব্যবস্থা রেখেছি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে আবাসনের ব্যবস্থা করাটা কষ্টকর। তবে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যদি সবাই হোস্টেলের ব্যবস্থা রাখে, হয়তো শিক্ষার্থীদের আবাসনের আর সমস্যা থাকবে না।'

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলেই আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারে। নিজস্ব জায়গা ছাড়া তারা বাড়ি ভাড়া নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম চালাচ্ছে। ঠিক একইভাবে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তারা আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারে। কারণ শিক্ষার্থীরা চাইলে বাড়িওয়ালারা বাড়ি ভাড়া দিতে আগ্রহী না হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পুরো বাড়ি ভাড়া দেওয়ার জন্য অনেক বাড়িওয়ালাই আগ্রহী। বিশ্ববিদ্যালয় হলের মতোই প্রভোস্ট ও কর্মকর্তা-কর্মচারী দিয়ে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এসব হোস্টেল পরিচালনা করা সম্ভব। এতে বিশ্ববিদ্যালয় হলের চেয়ে থাকার খরচটাই শুধু বেশি পড়বে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখনো বেশি খরচ করেই মেসে বা ফ্ল্যাটে থাকে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে হোস্টেল থাকলে শিক্ষার্থীরা সেখানেই থাকবে।

জানা যায়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সাভারে তাদের স্থায়ী ক্যাম্পাস করেছে। তাদের একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের একটি সেমিস্টার ওই ক্যাম্পাসে পড়তে হয়। এমনকি ওই সেমিস্টারে ওখানে থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে। এ ছাড়া রাজধানীর অনেক বেসরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ বাড়ি ভাড়া নিয়ে হোস্টেল পরিচালনা করছে। এসব হোস্টেলের খরচও খুব বেশি নয়। প্রতিটি হোস্টেল একজন সুপারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এতে অভিভাবকরাও সন্তানদের নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন।